দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 27 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

137

বুয়েট বন্ধের অন্তরালে

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশের প্রকৌশল শিক্ষার অন্যতম প্রধান বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আজ হুমকির সম্মুখীন। দেশের সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত বুয়েট তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। কিন্তু কেন? কে এর জন্য দায়ী? ভাংচুর, পরীক্ষা পিছানো ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা- বুয়েটে নতুন কিছু নয়। আর অরাজনৈতিক এ অনিয়মগুলোই আজ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার কারণে পিছিয়ে পড়া সেশন আরও পিছিয়ে যাচ্ছে- অপচয় হচ্ছে সময়, মেধা আর জাতীয় সম্পদের। মে ব্যাচ '৯৫-এ পাস করে বেরিয়ে যাওয়ার কথা, তা বেরুচ্ছে '৯৮-এর শেষ প্রান্তে। বুয়েটের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্সের চারটি শিক্ষাবর্ষ চার লেভেলের আটটি টার্মে বিভক্ত। উল্লেখ্য, বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে টার্ম সিস্টেমের বিগত সাতটি বছরের বিভিন্ন টার্মের কোনটিতেই একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় বৈরী রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা বাদ দিলেও কিছুসংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের অযৌক্তিক দাবির কাছে হার মেনে বুয়েট কর্তৃপক্ষ যেন অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই বার বার পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছে- যোগ করেছে নতুন সেসনজট। পরবর্তীতে সেসনজট নিরসনের নামে একসঙ্গে ২/৩টি অতিরিক্ত ব্যাচ চালু করেছে। ফলশ্রুতিতে ক্ষুদ্র-পরিসরের বিড়ম্বনা বেড়েছে বহুগুণে- সৃষ্টি হয়েছে বিশৃঙ্খলা, যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন সমস্যা। দুর্বল প্রশাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি ধারণক্ষমতার অধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও অপরিকল্পিতভাবে বিশেষ কোন ডিপার্টমেন্টের কলেবর বৃদ্ধি কোন কোন ক্ষেত্রে পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করেছে। কোন এক বিশেষ ডিপার্টমেন্টের কিছু সংখ্যক ক্ষমতাধর সিনিয়র শিক্ষকের ক্ষমতালিপ্সা বা আধিপত্য বিস্তারের অপপ্রয়াসও ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন অরাজকতা সৃষ্টিতে ইন্ধন যুগিয়েছে।

বুয়েটের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা-সিস্টেম, ছাত্রদের মান ও শিক্ষকদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অনেকটাই বৈরী ভাবাপন্ন। আর তার কারণেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বার বার অঘটন ঘটছে। বুয়েটের সুনাম ও মান অক্ষুণ্ন রাখতে হলে অনতিবিলম্বে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় স্বার্থে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এবারের নজিরবিহীন ভাংচুর, ক্ষয়ক্ষতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আর সেজন্য কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত কঠোর হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই বুয়েট তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে- আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

সাইদুর রহমান মিলন
শহীদ স্মৃতি হল
বুয়েট, ঢাকা-১০০০।